সংবাদ

তারিখ 14 OCT 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

চাঁপাইনবাবগঞ্জ : ভোলাহাটে গাছের নিচে চলছে পাঠদান। ইনসেটে ইউসুফ আলী ভবনের জরাজীর্ণ ছাদ -সংবাদ

ভোলাহাট ইউসুফ আলী স্কুল কলেজ

ভবনের ছাদে ধস গাছের নিচে পাঠদান

সংবাদদাতা, ভোলাহাট (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট উপজেলার দলদলী ইউনিয়নের মুশরীভূজা ইউসুফ আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজের একটি ভবনের তিনটি শ্রেণী কক্ষের ছাদ ধসে পড়ায় প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন ৬ শিক্ষার্থী। সরজমিন মুশরীভূজা ইউসুফ আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজে গেলে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আজগর আলী জানান, ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের অর্থায়নে ১৯৯৪-৯৫ সালে ঠিকাদার মেসার্স রেজাউল হক ঝুঁকিপূর্ণ ভবনটি নির্মাণ করেন। ক'বছর যেতে না যেতেই গত ৭ সেপ্টেম্বর/১৬ দশম শ্রেণীর পাঠদান চলা অবস্থায় ছাদ ধসে পড়লে আহত হয়ে প্রাণে বেঁচে যায় ৬ শিক্ষার্থী। তিনি জানান, ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের অর্থায়নে এ ভবনে তিনটি কক্ষ রয়েছে। দুটিতে ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর প্রায় ১১০ জন শিক্ষার্থীর পাঠদান চলছিল্যে এবং একটি কক্ষ কম্পিউটার ল্যাব হিসেবে ব্যবহৃত হঁতো। কিন্তু ছাদ ধসে পড়ার পর থেকে কক্ষগুলোতে তালা দিয়ে মাসব্যাপী ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ঝুঁকিপূর্ণ কক্ষগুলোতে পাঠদান না দিয়ে বাইরে আমগাছের নিচে পাঠদান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষকেরা অভিযোগ করে বলেন, ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের অসাধু কর্মকর্তারা ঠিকাদারের সাথে যোগসাজশ করে নিম্নমানের নির্মাণ উপকরণ ব্যবহার করায় মাত্র ক'বছরের মধ্যেই ভবনটি ধ্বসে পড়েছে। বাইরে ক্লাস করা শিক্ষার্থী ইয়াসির আরাফাত দিপু, মারুফাসহ অন্যরা অভিযোগ করে বলেন, সামনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ সময়। ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের নিচে ক্লাস করতে না পেরে গাছতলায় ক্লাস করতে হয়। এখানে পড়ালেখায় মনোযোগ থাকে না এমনকি বৃষ্টি হলে দৌড়ে পালিয়ে বারান্দায় আশ্রয় নিতে হয়। ফলে পড়ালেখায় চরম খারাপ হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে। তারা আরো জানায়, এভাবে যদি পড়ালেখা চলতে থাকে তবে এসএসসি পরীক্ষায় ফলাফল ভীষণভাবে খারাপ হবে। এদিকে স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আজগর আলী জানান, তিনি ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য গোলাম মোস্তফা বিশ্বাস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসক, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা মাধ্যমিক অফিসার ও দলদলী ইউপি চেয়ারম্যান বরাবর পত্র প্রেরণ করেছেন। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রকৌশলী এসএম মনজুর-এ মাওলা জানান, ভবনটি তাদের না হওয়ায় কোন মন্তব্য না করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন।